গ্রামীণ ব্যাংকের ৭২ শাখা-কার্যালয়ে হামলা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি



ছবি: সংগৃহীত

দেশের বিভিন্ন স্থানে গত ১০ দিনে গ্রামীণ ব্যাংকের ৭২টি শাখা ও কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় পাঁচটি শাখা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুড়ে গেছে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, আসবাব ও ব্যাংকের বিভিন্ন সরঞ্জাম। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরদার আকতার হামিদ।

প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পরিপালন বিভাগের প্রতিবেদনে হামলার এসব তথ্য উঠে এসেছে। ১০ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাংকের শাখা ও কার্যালয়ে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের বিবরণ রয়েছে এতে। কোথাও আদায় শিট, পাসবই ও ফাইল পুড়েছে, আবার কোনো কার্যালয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে হার্ডডিস্ক নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। হামলার কারণে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ব্যাংকের সব শাখার কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পাঠানো চিঠিতে এসব ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মতে, হামলার কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সদস্যদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে। এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যক্রম, ঋণ বিতরণ ও সদস্যসেবা ব্যাহত হতে পারে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরদার আকতার হামিদ বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রামীণ ব্যাংককে লক্ষ্য করে হামলা হচ্ছে। কয়েকটি এলাকায় হামলাকারীরা একটি রাজনৈতিক দলের স্লোগান দিয়েছে বলে স্থানীয়ভাবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে। হামলায় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও রেকর্ড পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা কয়েকটি ঘটনার মধ্যে রয়েছে, ১০ নভেম্বর শেরপুরের গাজীর খামার, কক্সবাজারের পশ্চিম বড় ভেওলা, গোপালগঞ্জের পাটগাতী, দিনাজপুরের বেলাইচণ্ডী ও জয়পুরহাটের আটাপুর শাখায় অগ্নিসংযোগ। একই দিনে পটুয়াখালীর কড়ইবুনিয়া শাখায় পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ এবং চট্টগ্রামের বারখাইন শাখায় আগুনে আদায় শিট ও পাসবই পুড়ে যায়। পরদিন পাবনার দোগাছী শাখায় চারটি পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

পরবর্তী সময়ে গোপালগঞ্জের উলপুর, পাটগাতী ও বৌলতলীসহ বিভিন্ন শাখায় হামলা হয়। পাটগাতী শাখায় দুই দফা হামলার একটিতে প্রায় পুরো কার্যালয় পুড়ে যায়। ওই ঘটনায় মামলা করতে যাওয়ার সময় পুলিশের এক উপপরিদর্শককে কুপিয়ে আহত করা হয়। তিনি এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ছাড়া সিলেটের এরিয়া অফিস, গাজীপুরের টেংরা, নেত্রকোনার চল্লিশা এবং পটুয়াখালীর বিভিন্ন শাখায়ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, ১৮ নভেম্বর রাতেও নরসিংদী, ফরিদপুর, গাজীপুর, যশোর, জামালপুর, শেরপুর, কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ, পাবনা, খুলনা, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, গাইবান্ধা, ঝিনাইদহ ও ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন এলাকার শাখায় হামলা ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এসব ঘটনায় কয়েকটি থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) এবং মামলা হয়েছে। কিছু ঘটনার আইনি প্রক্রিয়া এখনো চলমান। তবে অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি।

চিঠিতে ব্যাংকের কার্যক্রমের পরিসর তুলে ধরে বলা হয়েছে, দেশের ৬৪ জেলায় গ্রামীণ ব্যাংকের ২ হাজার ৫২৮টি শাখা, ২৬১টি এরিয়া অফিস, ৪০টি জোনাল অফিস ও ৪০টি জোনাল অডিট অফিস রয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশে নিজস্ব ভবন ও স্থাপনার সংখ্যা ৬৭৭টি।

২০২৬ সালের অক্টোবরের হিসাব অনুযায়ী, ব্যাংকটির সদস্যসংখ্যা ১ কোটি ৬ লাখ ৭৩ হাজারের বেশি। দেশের ৮১ হাজার ৬৭৮টি গ্রামে তাদের কার্যক্রম রয়েছে। সদস্যদের কাছে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৯ হাজার ২৯৮ কোটি টাকা এবং আমানত প্রায় ২৫ হাজার ১১৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যাংকে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা জমা ও সরকারি ট্রেজারি বিলে বিনিয়োগ রয়েছে।

ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২০১১ সালের ১১ মে পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পর তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন।